أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.77) www.motaher21.net

ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِه

" আল্লাহর  এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন।"

"Believe in Allah and His Apostle."

সুরা: আল-হাদীদ

আয়াত নং :-২৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসুল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ---এর ওপর ঈমান আনো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত দান করবেন, তোমাদেরকে সেই জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

২৮ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

এই আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমানদার কিতাবী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। যদিও يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا বলে কেবল মুসলিমগণকে সম্বোধন করাই পবিত্র কুরআনের সাধারণ রীতি। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারন রীতির বিপরীতে নাসারাদের জন্য يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, এটাই ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমানের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন "নূর" দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের বাঁকা পথ-সমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোন্‌টি। আর আখেরাতে এমন "নূর" দান করবেন যার মাধ্যমে পুল সিরাতের অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে। [দেখুন, কুরতুবী]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল মুফাসসির বলেনঃ এখানে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا কথাটি দ্বারা যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান এনেছিলো তাদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনো। এজন্য তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। একটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনার জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার জন্য। অপর দল বলেনঃ যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছে এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমরা শুধু মৌখিকভাবে তার নবুওয়াতকে স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়ো না বরং সরল মনে নিষ্ঠার সাথে ঈমান গ্রহণ করো এবং ঈমান গ্রহণের হক আদয় করো। এভাবে তোমরা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। একটি পুরস্কার কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহ ইসলামের খেদমত করার ও তার ওপর দৃঢ়পদ থাকার জন্য। সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৪ পর্যন্ত আয়াত প্রথম তাফসীরের সমর্থন করে। তাছাড়া হযরত আবু মুসা আশআরী বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটিতে নবী ﷺ বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন হচ্ছে

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সে ব্যক্তি যে পূর্ববর্তী নবীর প্রতি ঈমান পোষণ করতো এবং পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর ঈমান এনেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

সূরা সাবার ৩৭ আয়াত দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থন করে যাতে বলা হয়েছে; সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। দলীল-প্রমাণের দিক দিয়ে দু'টি তাফসীরই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এখানে দ্বিতীয় তাফসীরটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এ সূরার বিষয়বস্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ তাফসীরকেই সমর্থন করে। যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এ সূরার শুরু থেকে সেসব লোককেই সম্বোধন

করা হয়েছে। গোটা সূরায় তাদেরকেই সম্বোধন করে এ আহবান জানানো হয়েছে যে, তারা যেন শুধু মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দান করে ঈমানদার না হয়, বরং নিষ্ঠার সাথে সরল মনে ঈমান গ্রহণ করে।

অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন 'নূর' দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলীয়াতের বাঁকা পথসমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোন্টি। আর আখেরাতে এমন 'নূর' দান করবেন যার উল্লেখ ১২ আয়াতে পূর্বেই করা হয়েছে।

অর্থাৎ ঈমানের দাবী পূরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানবিক দূর্বলতার কারণে তোমাদের দ্বারা যে ভুল ত্রুটিই সংঘটিত হোক না কেন তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন। আর ঈমান গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের সময় তোমাদের দ্বারা যেসব ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তাও ক্ষমা করে দেবেন।

অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁকে ভয় করে চলার ফযীলত বর্ণনা করছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও যহহাক (রহঃ) বলেন : আয়াতে উল্লিখিত ফযীলত ঐ সকল আহলে কিতাবদের জন্য যারা তাদের নাবী মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তাওরাত ও ইঞ্জিল অনুপাতে আমল করত, অতঃপর নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পর তাঁর প্রতি ঈমান আনল ও তাঁর অনুসরণ করল। ইবনু জারীর (রহঃ) এ মত সমর্থন করেছেন।

হাদীসে এসেছে তিন শ্রেণির মানুষকে দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করা হবে, তার মধ্যে একশ্রেণি হল ঐ আহলে কিতাব যে তার নাবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান এনেছে। (সহীহ বুখারী হা. ৮২, সহীহ মুসলিম হা. ২৪১)

তবে অধিকাংশ মুফাসসিরগণ এ মত পোষণ করেছেন যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত ফযীলত এ উম্মতের মু'মিন মুত্তাকীদের জন্য। আহলে কিতাবদের মু'মিনদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে সে সম্পর্কে সূরা কাসাসের ৫২-৫৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা আছে। সাঈদ বিন যুবাইর (রহঃ) বলেন : যখন আহলে কিতাবগণ এ

গর্ব করতে লাগল যে, তাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে তখন এ উম্মতের জন্য অত্র আয়াত নাযিল করলেন। (ইবনু কাসীর)

আল্লামা শানকিতী (রহঃ) বলেন : যারা অত্র আয়াতকে আহলে কিতাবদের ফযীলত হিসাবে উল্লেখ করে তারা ভুল করে। (আযওয়াউল বায়ান)

সুতরাং উম্মাতে মুহাম্মাদির কোন মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করলে এবং সঠিক ঈমান ও আমল করলে আহলে কিতাবের চেয়ে বেশি নেকী দেবেন। হাদীসে আহলে কিতাবের চেয়ে উম্মতে মুহাম্মাদির অনেক বেশি ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। অন্যতম একটি হাদীস হল সহীহ বুখারীর এই হাদীস–

مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَي نِصْفِ النَّهَارِ عَلَي قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ > يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَي قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ النَّصَارَي ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إِلَي أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَي قِيرَاطَيْنِ فَأَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَي فَقَالُوا مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ-

তোমরা ও উভয় আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান)–এর উদাহরণ হল এমন এক ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন মজদুরকে কাজে নিয়োগ করে বলল, সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত এক কিরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমার কাজ কে করবে? তখন ইয়াহুদী কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল, কে আছ যে দুপুর হতে আসর পর্যন্ত এক কিরাতের বিনিময়ে কাজ করে দেবে? তখন খ্রিষ্টান কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল, কে আছ যে আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কিরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবে? আর তোমরাই হলে (মুসলমান) তারা (যারা অল্প পরিশ্রমে অধিক পারিশ্রমিক লাভ করলে) তাতে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা রাগান্বিত হল। তারা বলল, এটা কেমন কথা, আমরা কাজ করলাম বেশি, অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম? তখন সে ব্যক্তি (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি তোমাদের প্রাপ্য কম দিয়েছি? তারা বলল, না। তখন সে বলল, সেটা তো আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করি। (বুখারী ২২৬৮ নম্বর হাদীস)

(وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ)

'তিনি তোমাদেরকে আলো দেবেন' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জ্ঞান, হিদায়াত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা দেবেন যার দ্বারা অজ্ঞতার অন্ধকারে চলতে পারবে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : নূর হল কুরআন। আবার বলা হয় এমন আলো যার দ্বারা আখিরাতে পুলসিরাতে হাঁটবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

(لِّئَلَّا يَعْلَم) এখানের لا (লা) অক্ষরটি অতিরিক্ত, মূল ইবারতটি হল

ليعلم اهل الكتاب انهم لا يقدرون علي ان ينالوا شيءا من فضل الله

কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহ তা'আলার সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও তাদের কোন অধিকার নেই। সকল অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলার হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। সুতরাং তোমাদের ওপর উম্মাতে মুহাম্মাদীকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এতে হিংসা-বিদ্বেষের কোন কারণ নেই। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : তোমাদের পূর্বে যারা বসবাস করেছে তাদের তুলনায় দুনিয়াতে তোমাদের অবস্থান হল তেমন আছরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যতটুকু সময়। তাওরাত ধারীদেরকে তাওরাত প্রদান করা হয়েছে তারা তাওরাত অনুযায়ী অর্ধদিন আমল করেছে, তারপর আমল করতে অপারগ হয়ে গেছে। ফলে তাদের আমলের বিনিময়ে এক কিরাত পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে। তারপর ইঞ্জিল ধারীদেরকে ইঞ্জিল প্রদান করা হয়েছে, তারা ইঞ্জিল অনুপাতে আছর পর্যন্ত আমল করেছে, তারপর অপারগ হয়ে গেছে। ফলে তাদের পারিশ্রমিক এক কিরাত প্রদান করা হয়েছে। তারপর তোমাদেরকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে, তোমরা কুরআন অনুপাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছ। ফলে তোমাদেরকে দু কিরাত পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে। তাওরাতধারীরা বলল : হে আমাদের প্রভু! তারা কম সময় আমল করেছে, কিন্তু প্রতিদান পেয়েছে বেশি। আল্লাহ তা'আলা বললেন : তোমাদের ওপর কি জুলুম করা হয়েছে। তারা বলল : না, আল্লাহ তা'আলা বললেন : এটা হল আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা আমি তা দিয়ে থাকি। (সহীহ বুখারী হা. ৭৪৬৭)

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মু'মিন ব্যক্তিরা কম সময় আমল করবে কিন্তু তাদের প্রতিদান পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং আমাদের এ নেয়ামতের প্রশংসাসহ বেশি বেশি সৎআমল করা উচিত।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. আল্লাহ তা'আলা ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর সঠিক ঈমান এনে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করত তাঁকে যথাযথ ভয় করে চললে দ্বিগুণ প্রতিদান, সঠিক পথে চলতে পারলে আলোকবির্তকা ও অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

২. সকল নেয়ামত ও অনুগ্রহের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

৩. উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম একটি ফযীলত হল তারা সকল উম্মতের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান, তারা কম সময় আমল করেও বেশি সময় আমলকারীদের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিদান পাবে।

সুরা: আল-আহযাব

আয়াত নং :-৬৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْاۗ وَ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًاۗ

হে ঈমানদারগণ! তাদের মতো হয়ে যেয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদের তৈরি করা কথা থেকে তাকে দায়মুক্ত করেন এবং সে আল্লাহর কাছে ছিল সম্মানিত।

৬৯ নং আয়াতের তাফসীর:

কাফির-মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মু’মিনদেরকে যেভাবে কষ্ট দিত আল্লাহ তা‘আলা মু্‘মিনদেরকে নিষেধ করছেন তারাও যেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট না দেয়। তারা মূসা (عليه السلام)-কে কষ্ট দিয়েছিল, তোমরাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট দিওনা। মূসা (عليه السلام)-এর উম্মাতেরা যেভাবে তাকে কষ্ট দিয়েছিল তার বর্ণনা হাদীসে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: মূসা (عليه السلام) ছিলেন একজন লজ্জাশীল লোক। তাঁর লজ্জার কারণে তাঁর শরীরের কোন অংশ কারো সামনে খুলতেন না। ফলে বানী ইসরাঈলের লোকেরা তাকে কষ্ট দিতে লাগল। তারা বলল: সম্ভবত তাঁর শরীরে ধবল রোগ বা ঐ ধরনের কোন খুঁত আছে, তাঁর অন্ডকোষদ্বয় বড় ইত্যাদি। তখন আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করলেন তাঁকে এ সকল দোষ থেকে মুক্ত করবেন যা তারা মূসার ব্যাপারে বলছিল। একদা মূসা (عليه السلام) নির্জনে কাপড় খুলে পাথরের ওপর রেখে একাকী গোসল করতে লাগলেন। গোসল শেষে মূসা কাপড় নেয়ার জন্য আসলেন, এদিকে পাথর তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা তাঁর লাঠি নিয়ে পাথরের পিছন পিছন ছুটলেন এবং তিনি কাপড় কাপড় বলে পাথরকে ডাকতে লাগলেন। অবশেষে পাথর বানী ইসরাঈলের এক জনসভায় এসে থামল। তারা মূসা (عليه السلام)-কে উলঙ্গ অবস্থায় দেখল এবং তারা যে সন্দেহ করেছিল তা হতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। (সহীহ বুখারী হা: ৩৪০৪, সহীহ মুসলিম হা: ১৫৬)

মনে রাখতে হবে, কুরআন মজীদে “যে ঈমানদারগণ।” শব্দাবলীর মাধ্যমে কোথাও তো সাচ্চা মু’মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে আবার কোথাও মুসলমানদের দলকে সামগ্রীকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যার মধ্যে মু’মিন মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার সবাই শামিল আছে। আবার কোথাও মুনাফিকদের দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদারদেরকে যখনই الَّذِينَ آمَنُوا বলে সম্বোধন করা হয় তখন এর উদ্দেশ্য তাদেরকে লজ্জা দেয়া এই মর্ম যে, তোমরা তো ঈমান আনার দাবী করে থাকো আর এই হচ্ছে তোমাদের কাজ। আগের পিছের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেক জায়গায় الَّذِينَ آمَنُوا বলে কোন্ জায়গায় কার কথা বলা হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। এখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা পরিষ্কার জানাচ্ছে যে, এখানে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, "হে মুসলমানরা! তোমরা ইহুদিদের মতো করো না। মূসা আলাইহিস সালামের সাথে বনী ইসরাঈল যে আচরণ করে তোমাদের নবীর সাথে তোমাদের তেমনি ধরনের আচরণ করা উচিত নয়।" বনী ইসরাঈল নিজেরাই একথা স্বীকার করে যে, হযরত মূসা ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় অনুগ্রাহক ও উপকারী। এ জাতির যা কিছু উন্নতি অগ্রগতি সব তাঁরই বদৌলতে। নয়তো মিসরে তাদের পরিণতি ভারতের শূদ্রদের চাইতেও খারাপ হতো। কিন্তু নিজেদের এ মহান হিতকারীর সাথে এ জাতির যে আচরণ ছিল তা অনুমান করার জন্য বাইবেলের নিম্নোক্ত স্থানগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবেঃ যাত্রাপুস্তক ৫:২০-২১, ১৪: ১১-১২, ১৬: ২-৩, ১৭: ৩-৪; গণনা পুস্তক ১১: ১-১৫, ১৪: ১-১০, ১৬: সম্পূর্ণ ২০: ১-৫।

এত বড় হিতকারী ব্যক্তিত্বের সাথে বনী ইসরাঈল যে বৈরী নীতি অবলম্বন করেছিল। তার প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন মজিদ মুসলমানদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ধরনের আচরণ করো না। অন্যথায় ইহুদিরা যে পরিণাম ভোগ করেছে ও করছে, তোমরা নিজেরাও সেই পরিণামের জন্য তৈরি হয়ে যাও।

একথাটিই বিভিন্ন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছেন। একবারের ঘটনা, নবী (সা.) মুসলমানদের মধ্যে কিছু সম্পদ বিতরণ করছিলেন। এ মজলিস থেকে লোকেরা বাইরে বের হলে এক ব্যক্তি বললো, "মুহাম্মাদ এই বিতরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি একটুও নজর রাখেননি।" একথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) শুনতে পান। তিনি নবী করীমের কাছে গিয়ে বলেন, আজ আপনার সম্পর্কে এ ধরনের কথা তৈরি করা হয়। তিনি জবাবে বলেনঃ

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى فانه أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ "মূসার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তাঁকে এর চেয়েও বেশী পীড়া ও যন্ত্রণা দেয়া হয় এবং তিনি সবর করেন। (মুসনাদে আহমাদ, তিরযিমী ও আবু দাউদ)

এর ব্যাখ্যা হাদীসে এইভাবে এসেছে যে, মূসা (আঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল নবী ছিলেন, সুতরাং তিনি নিজের শরীর কখনো মানুষের সামনে খুলতেন না; বরং ঢেকে রাখতেন। বানী ইস্রাঈলরা বলতে আরম্ভ করল যে, সম্ভবতঃ মূসা (আঃ) এর শরীরে ধবলের দাগ অথবা ঐ ধরনের কোন খুঁত আছে, যার ফলে তিনি সব সময় পোষাক পরে তা ঢেকে রাখেন। এক দিন মুসা (আঃ) নির্জনে কাপড় খুলে পাথরের উপর রেখে একাকী গোসল করতে লাগলেন, (আল্লাহর আদেশে) পাথর তাঁর সেই কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। আর মূসা (আঃ) তার পিছন পিছন দৌড়তে লাগলেন। পরিশেষে বানী ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌঁছে গেলেন। তারা মূসা (আঃ)-কে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে তাদের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। মূসা (আঃ) একজন সুন্দর এবং সকল প্রকার দাগ ও ত্রুটিমুক্ত ছিলেন। এইভাবে আল্লাহ তাআলা মু'জিযা স্বরূপ পাথর দ্বারা তাঁকে সেই অপবাদ ও সন্দেহ থেকে নির্মল প্রমাণ করলেন, যা বানী ইস্রাঈলদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আরোপ করা হচ্ছিল। (বুখারীঃ কিতাবুল আম্বিয়া) মূসা (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে মু'মিনগণকে বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা আমার শেষ পয়গম্বর মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বানী ইস্রাঈলদের মত কষ্ট দিও না এবং তাঁর সম্পর্কে এমন কোন কথা বলো না, যা শুনে তাঁর মনে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট হয়। যেমন এক সময় গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল বন্টন করার

সময় এক ব্যক্তি বলল যে, এ বন্টন ইনসাফের সাথে করা হয়নি। নবী (সাঃ) এই কথা শুনে এমন রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, "মূসা (আঃ) এর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হোক। তাঁকে এর থেকেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। (বুখারী ঐ, মুসলিম কিতাবুয যাকাত)

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِى هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

বল, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত (এক এলাকায় 'ইবাদাত-বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।

১০ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

সূরা (৩৯) যুমার আয়াত – ১০।

* আমরা যারা আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূলের (সঃ) উম্মত বলে নিজেদেরকে স্বীকার করি, আল্লাহর উপর ঈমান রাখি কিন্তু সামান্য প্রতিকূল অবস্থাতেই ঘাবড়ে যাই, দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য আল্লাহর হুকুম আহকামের পরোয়া করিনা, আলোচ্য আয়াতে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে- যিনি আমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহকে ভয় করার জন্য। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে এবং কুফরী করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে ও বলা হয়েছে- জ্ঞানী ও অজ্ঞ লোকেরা কখনো সমান হতে পারেনা। অতএব তাদের আচরণও এক রকম নয়। এবং যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারাই যথার্থভাবে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে।

আলোচ্য আয়াতে আমাদেরকে সকল প্রকার ওযর আপত্তি ত্যাগ করে- আল্লাহকে, যিনি আমাদের পালনকর্তা তাঁকে সত্যিকারভাবে ভয় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধু মুখে মুখে বা কখনো কখনো আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার এবং মুমিন হওয়ার দাবী করাই যথেষ্ট নয়। বরং সব সময়, সব অবস্থায়, সুখে-দুঃখে, সুবিধা-অসুবিধা, আপাত লাভ ক্ষতি যাই হোকনা কেন, আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করে যেতে হবে। এবং এই দুনিয়াটাই হচ্ছে সৎকর্মের স্থল সুতরাং এই দুনিয়াতেই আমাদেরকে যা কিছু অর্জন করার তা করতে হবে। সুতরাং কোন প্রকার ওযর আপত্তি করে সৎকাজ থেকে বিরত থাকা যাবেনা। যদি আমরা প্রতিদান তথা পুরস্কার চাই এর কোন বিকল্প নেই। আমাদের এই কথা বলার সুযোগ নেই- আমি যে জায়গায়, শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করি, অথবা যে পরিবেশে আটকে রয়েছি সেটা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। একথার জবাবে এখানে বলে দেয়া হয়েছে কোন বিশেষ রাষ্ট্র, অথবা শহর অথবা পরিবেশে থেকে যদি শরীয়াতের হুকুম আহকাম পালন করা দুষ্কর হয় তবে তা ত্যাগ করা উচিত। কারণ আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানেও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। আমাদের কাছে ঈমানের মূল্য যদি সাময়িক সুযোগ সুবিধা থেকে অধিক হয় তবে আমরা নির্দ্বিধায় সেটা করতে পারব। সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার উপর আল্লাহর হুকুম আহকামকে পালন করার সুযোগ সুবিধাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা সেখানেই চলে যাব। যেমনিভাবে মক্কা থেকে সাহাবীগণ (রাঃ) ও রাসূল করীম (সঃ) ঘরবাড়ী, সহায়-সম্পদ সবকিছু ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। সূরা আনকাবুতের ৫৬ নং আয়াতে এব্যাপারে বলা হয়েছে- "হে মুমিনগণ! আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত, অতএব আমারই এবাদাত কর।"

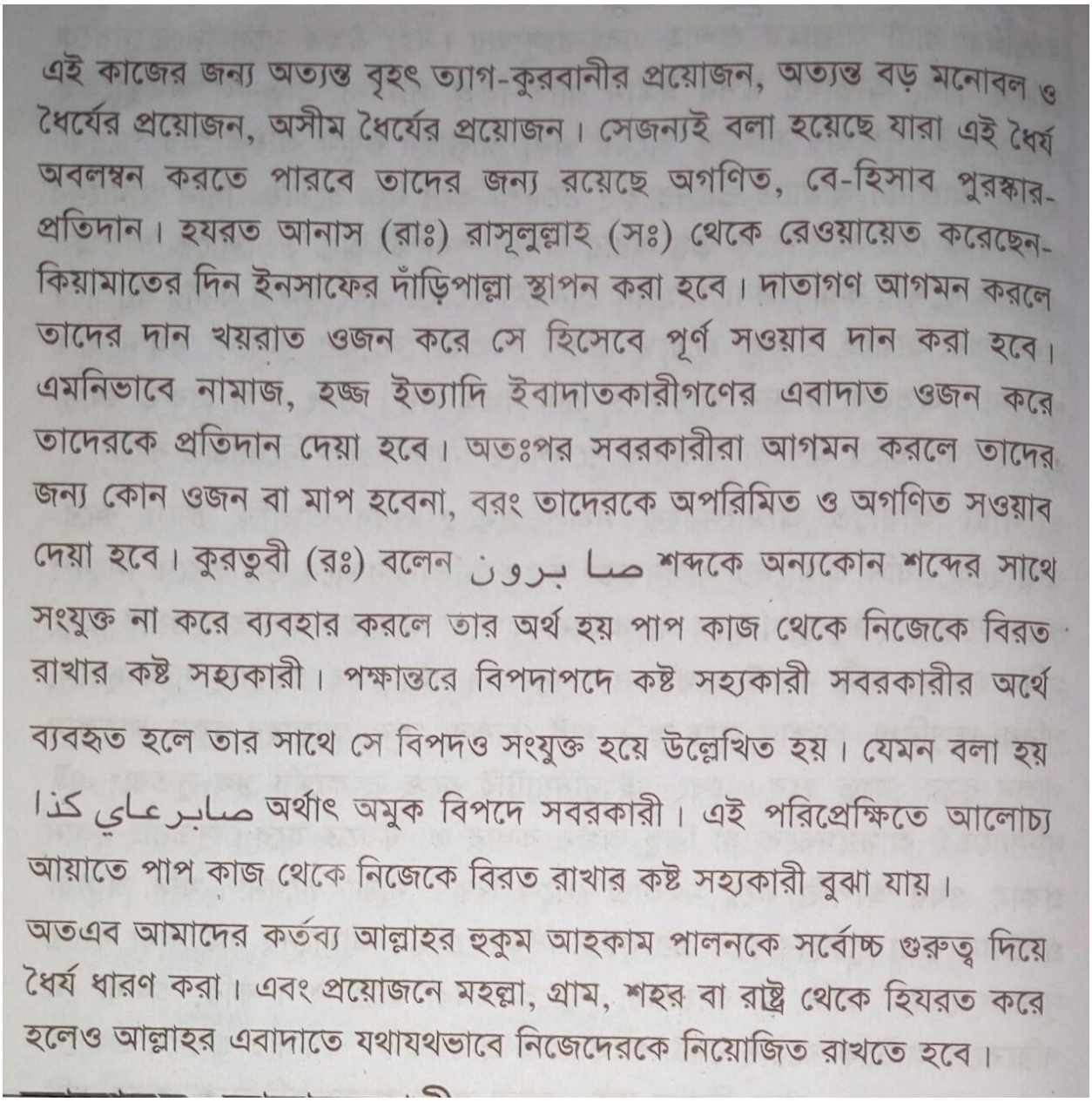

এই কাজের জন্য অত্যন্ত বৃহৎ ত্যাগ-কুরবানীর প্রয়োজন, অত্যন্ত বড় মনোবল ও ধৈর্যের প্রয়োজন, অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। সেজন্যই বলা হয়েছে যারা এই ধৈর্য অবলম্বন করতে পারবে তাদের জন্য রয়েছে অগণিত, বে-হিসাব পুরস্কার-প্রতিদান। হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন- কিয়ামাতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওজন করে সে হিসেবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামাজ, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতকারীগণের এবাদাত ওজন করে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। অতঃপর সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোন ওজন বা মাপ হবেনা, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেয়া হবে। কুরতুবী (রঃ) বলেন صابرون শব্দকে অন্যকোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে কষ্ট সহ্যকারী সবরকারীর অর্থে ব্যবহৃত হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন বলা হয় صابر عاي كذا অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী বুঝা যায়।

অতএব আমাদের কর্তব্য আল্লাহর হুকুম আহকাম পালনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ধৈর্য ধারণ করা। এবং প্রয়োজনে মহল্লা, গ্রাম, শহর বা রাষ্ট্র থেকে হিযরত করে হলেও আল্লাহর এবাদাতে যথাযথভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান করছেন যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার মাধ্যমে এবং তাঁর অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাঁকে যথাযথ ভয় করে। মনে রাখবে যারা এ দুনিয়াতে ভাল কাজ করে তাদের জন্য দুনিয়া ও পরকাল উভয় অবস্থাতেই রয়েছে কল্যাণ। পরকালে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত আর দুনিয়াতে তারা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সুস্থতা, নিরাপত্তা, বিজয়, সাহায্য, গনিমত ইত্যাদি প্রাপ্ত হবে। কেননা সৎ কর্মের প্রতিদান ভালই হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ)

“উত্তম কাজের পুরস্কার উত্তম (জান্নাত) ব্যতীত আর কী হতে পারে?” (সূরা আর রহমান ৫৫ : ৬০)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : আল্লাহ তা‘আলার পৃথিবী সঙ্কীর্ণ নয়, বরং তা প্রশস্ত। যদি আল্লাহ তা‘আলার দীন পালন করতে গিয়ে তোমরা কোথাও বাধাগ্রস্ত হও তাহলে সেখান থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাও, যেখানে গিয়ে তোমরা নিরাপদে আল্লাহ তা‘আলার দীন পালন করতে পারবে। যেখানে তোমাদেরকে ধর্ম পালনে কেউ কখনো বাধা দেবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

(إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ ط قَالُوْٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا)

“যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, ‘দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।’

তারা বলে, ‘আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে?’’ (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৯৭)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

(يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ)

“হে আমার মু’মিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।” (সূরা ‘আনকাবূত ২৯ : ৫৬)

সুতরাং পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না যে, আমরা জমিনে ইবাদত করতে বাধাগ্রস্ত হয়েছি। তাই যেখানে ইবাদত করতে বাধা আসবে সেখান থেকে নিরাপদ স্থানে হিজরত করতে হবে। তথাপি সঠিক ধর্ম ত্যাগ করা যাবে না।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. সৎ কর্মের প্রতিদান ভাল-ই হয়ে থাকে।

২. ইবাদত করতে বাধা আসলে নিরাপদ স্থানে হিজরত করতে হবে।

৩. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে হবে।

## সঠিক কথা বলা

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ٧٠

*সূরা (৩৩) আহযাব ঃ আয়াত - ৭০*

* আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহভীতি অবলম্বন করা। এর স্বরূপ আল্লাহর যাবতীয় বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা বাহুল্য এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহ ভীতির আদেশের পর একটা বিশেষ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ "ক্বাওলান সাদিদা"- এর অর্থ সত্য কথা, সরল কথা, সঠিক কথা সবই হতে পারে। অর্থাৎ এমন কথা যা সত্য, তাতে মিথ্যার নাম গন্ধ নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই। গাম্ভীর্যপূর্ণ যাতে রসিকতার নাম গন্ধ নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়। সংক্ষেপে কথাবার্তার সংশোধন করা। এটাও আল্লাহ ভীতিরই একটা অংশ। কিন্তু এমন অংশ যা করা হয়ে গেলে খোদাভীতির অপর অংশগুলো অর্জন করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। যেমন এই আয়াতের পরেই বলা হয়েছে "ইয়াসলিহ লাকুম আ'মালাকুম" অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুল ভ্রান্তি থেকে নিবৃত্ত রাখ এবং সরল সঠিক কথায় অভ্যস্ত হয়ে যাও তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সব কর্ম সংশোধন করে দেবেন।

আয়াতের শেষে আরো ওয়াদা করা হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

কুরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যেখানেই কোন কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেয়া হয় সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেয়া হয়। আল্লাহ ভীতি সমস্ত ধর্ম কর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার আদেশ করা হয়েছে। এর পরে এমন কর্ম বলে দেয়া হয়েছে যা অবলম্বন করলে আল্লাহভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ করে দেয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহকে ভয় কর বলার পর কথাবার্তা সংশোধন করতে বলা এরই একটি নযীর। এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহর সৎ ও প্রিয় বান্দাহদেরকে কষ্ট দেয়া আল্লাহভীতির পথে একটি বিরাট বাধা বলে উল্লেখ হয়েছে। এটা পরিত্যাগ করলে আল্লাহভীতি সহজ হয়ে যায়। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "ওত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস্সাদেকীন" অর্থাৎ কথা ও কাজে সত্যবাদী লোকদের সাথে থাকলে আল্লাহভীতি অর্জন করা সহজ হয়ে যায়। সূরা হাশরের ১৮ নং আয়াতে "ওত্তাকুল্লাহ" আদেশের সাথে "ওয়াল তানযুর মা ক্বাদ্দামাত লিগাদ" বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা করা উচিত সে আগামীকাল অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের জন্য কি পুজি প্রেরণ করছে। এর সারমর্ম হচ্ছে পরকাল চিন্তা। এটাও আল্লাহ ভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

অতএব আমাদের কর্তব্য তাকওয়ার দাবী হিসেবে সবসময়েই সঠিক কথা বলা।